হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২২

(১)“ভাইয়েরা ও পিতারা, এখন নিজের পক্ষে আমার উত্তর শুনুন।” (২)তারা তাঁকে ইব্রানী ভাষায় কথা বলতে শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেলো।

(৩)তখন তিনি বললেন, “আমি একজন ইহুদি। কিলিকিয়ার তার্সো শহরে আমার জন্ম। তবে এই শহরেই বড়ো হয়েছি। গমলিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের শরিয়ত সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা লাভ করেছি। আল্লাহ্ সম্বন্ধে আপনাদের মতো আমিও সমানভাবে অহংকারী। (৪)যারা হযরত ইসা আ.-এর পথে চলতো, আমি তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা পর্যন্ত করতাম, আর পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ধরে জেলখানায় দিতাম।

(৫)মহাইমাম ও মহা-সভার বুজুর্গরা সবাই এ-ব্যাপারে আমার সাক্ষী। আমি তাদের কাছ থেকে দামেস্ক শহরের ভাইদের দেবার জন্য চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং ঐ ধরনের লোকদের বন্দি করে জেরুসালেমে এনে শাস্তি দেবার জন্য সেখানে যাচ্ছিলাম। (৬)তখন বেলা প্রায় দুপুর। আমি দামেস্কের কাছাকাছি এলে পর হঠাৎ আসমান থেকে আমার চারদিকে একটি উজ্জ্বল আলো পড়লো। (৭)আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং শুনলাম, একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বলছেন, ‘শৌল, শৌল, তুমি কেনো আমার ওপর জুলুম করছো?’

(৮)আমি উত্তরে বললাম, ‘মালিক, আপনি কে?’

(৯)তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘আমি নাসরতের ইসা ইবনে মারিয়াম, যাঁর ওপর তুমি জুলুম করছো।’

যারা আমার সংগে ছিলো, তারা সেই আলো দেখলো কিন্তু যিনি আমার সংগে কথা বলছিলেন, তাঁর আওয়াজ শুনতে পেলো না।

(১০)আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘হুজুর, আমি কী করবো?’ তিনি আমাকে বললেন, ‘ওঠো এবং দামেস্কে যাও। তোমার জন্য যা ঠিক করে রাখা হয়েছে, সেখানেই তোমাকে তা বলা হবে।’

(১১)আমার সঙ্গীরা হাত ধরে আমাকে দামেস্কে নিয়ে চললো, কারণ সেই উজ্জ্বল আলোতে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। (১২)হযরত অননিয় র. নামে এক লোক আমার কাছে এলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নের সংগে হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত পালন করেন, আর সেখানকার ইহুদিরা তাঁকে খুব সম্মান করে। (১৩)তিনি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ভাই শৌল, তোমার দেখার শক্তি ফিরে আসুক। ’ আর তখনই আমি দেখার শক্তি ফিরে পেলাম ও তাঁকে দেখলাম।

(১৪)তারপর তিনি বললেন, ‘আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, যেনো তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পারো, আর সেই ন্যায়বান ব্যক্তিকে দেখতে পাও এবং তাঁর মুখের কথা শুনতে পাও। (১৫)তুমি যা দেখেছো ও শুনেছো, সব মানুষের কাছে তুমি সে-সবের সাক্ষী হবে। (১৬)এখন কেনো দেরি করছো? উঠে বায়াত নাও। তাঁর নামে তোমার সব গুনাহ্ ধুয়ে ফেলো।’

(১৭)জেরুসালেমে ফিরে এসে যখন আমি বায়তুল-মোকাদ্দসে মোনাজাত করছিলাম, তখন আমি তন্দ্রার মতো অবস্থায় পড়লাম। (১৮)এবং দেখলাম যে, হযরত ইসা আ. আমাকে বলছেন- ‘তাড়াতাড়ি ওঠো। এখনই জেরুসালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য এরা গ্রহণ করবে না। ’

(১৯)আমি বললাম, ‘হুজুর, এই লোকেরা জানে যে, যারা তোমার ওপর ইমান আনতো, তাঁদের মারধর করে জেলে দেবার জন্য আমি প্রত্যেক সিনাগোগে যেতাম। (২০)যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানকে হত্যা করা হচ্ছিলো, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে সায়-দিচ্ছিলাম; আর যারা তাঁকে হত্যা করছিলো, তাদের কাপড়-চোপড় পাহারা দিচ্ছিলাম।’ (২১)তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, অইহুদিদের কাছে পাঠাবো।’ ”

(২২)এ-পর্যন্ত তারা তাঁর কথা শুনছিলো, কিন্তু এরপর তারা জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, “ওকে দুনিয়া থেকে দূর করে দাও। ও বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়।”

(২৩)লোকেরা যখন চিৎকার করছিলো এবং কাপড়-চোপড় ছুঁড়ে আকাশে ধুলো ছড়াচ্ছিলো, তখন প্রধান সেনাপতি তাঁকে সেনানিবাসে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। (২৪)এবং কেনো লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে এভাবে চিৎকার করছে, তা জানার জন্য তাকে চাবুক মেরে জেরা করার হুকুম দিলেন।

(২৫)কিন্তু যখন তাকে চাবুক মারার জন্য বাঁধা হলো, তখন যে-লেফটেন্যান্ট সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হযরত পৌল রা. তাকে বললেন, “যাকে এখনো দোষী বলে ঠিক করা হয়নি, এমন একজন রোমীয় নাগরিককে চাবুক মারা কি আপনাদের পক্ষে আইন-সম্মত কাজ হচ্ছে?”

(২৬)এ-কথা শুনে সেই লেফটেন্যান্ট প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে বললেন, “আপনি কী করতে যাচ্ছেন? এই লোকটি তো রোমীয় নাগরিক।”

(২৭)তখন প্রধান সেনাপতি পৌলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকে বলো দেখি, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” (২৮)প্রধান সেনাপতি বললেন, “নাগরিকত্ব পাবার জন্য আমার অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে।” পৌল বললেন, “কিন্তু আমি রোমীয় নাগরিক হয়েই জন্মেছি।”

(২৯)এ-কথা শুনে যারা তাঁকে জেরা করতে যাচ্ছিলো, তারা তখনই চলে গেলো। প্রধান সেনাপতি ভয় পেলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন রোমীয় নাগরিক এবং তিনি তাকে বেঁধেছেন। (৩০)ইহুদীরা কেনো হযরত পৌল রা.-কে দোষ দিচ্ছে, তা ঠিকভাবে জানার জন্য পরদিন প্রধান সেনাপতি পৌলের বাঁধন খুলে দিলেন এবং প্রধান ইমামদের ও মহাসভার লোকদের এক সংগে মিলিত হবার হুকুম দিলেন। তারপর তিনি হযরত পৌল রা.-কে নিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড় করালেন।